

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



রুকইয়াহ প্রোটোকল

মাথার জাদু ও ওয়াসওয়াসা ধ্বংসের রুকইয়াহ

মাথা ও মস্তিষ্কে সিহর, শয়তানি কুমন্ত্রণা এবং অস্থিরতার প্রভাব থেকে মুক্তির
ঘরোয়া রুকইয়াহ রুটিন



রাকী ফয়সাল আহমেদ সাবিত

আল কুরআন রুকইয়াহ হিলিং সেন্টার

Al Quranic Ruqyah Healing Center

সূচিপত্র

- 1 ভূমিকা — কাদের জন্য এই প্রোটোকল
- 2 শুরু করার দোয়া
- 3 মাথার জাদু ও শয়তানি ওয়াসওয়াসা ধ্বংসের যিকর
- 4 বিশেষ দোয়া — মাথার জাদু ও ওয়াসওয়াসা ধ্বংসের
রুকইয়াহ
- 5 সমাপ্তির সূরা ও দোয়া
- 6 সেলফ রুকইয়াহ গাইডলাইন
- 7 সাপ্লিমেন্ট ও সাপ্তাহিক আমল
- 8 দৈনিক আমল

ভূমিকা — কাদের জন্য এই প্রোটোকল

মাথা বা মস্তিষ্কে সিহর/জাদুর প্রভাব, ক্রমাগত ওয়াসওয়াসা এবং শয়তানি কুমন্ত্রণা থেকে মুক্তির জন্য এই প্রোটোকলটি একটি ঘরোয়া, ধারাবাহিক রুকইয়াহ রুটিন হিসেবে ব্যবহার করা যায়। এখানে একটি দৃঢ়, বারবার আউড়ানো যিকর দেওয়া হয়েছে যা মাথায়/মস্তিষ্কে অবস্থানরত জিন-শয়তানের প্রভাব ও সেখান থেকে আসা কুমন্ত্রণা ধ্বংসের নিয়তে পড়া হয়, সাথে বিশেষভাবে প্রস্তুত গোসলের পানি ও তেল ব্যবহারের নিয়ম। মনে রাখবেন, সাধারণ মাথাব্যথা বা দুশ্চিন্তা সবসময় সিহর বা জিনের কারণে হয় না — আলামত স্পষ্ট মনে হলে এই রুটিন ধারাবাহিকভাবে চালিয়ে যান, পাশাপাশি পূর্ণাঙ্গ রুকইয়াহও অব্যাহত রাখুন।

যেসব লক্ষণ থাকলে এই প্রোটোকল কাজে আসবে

- ♦ মাথায় বা মস্তিষ্কে জাদু/সিহরের প্রভাব আছে বলে সন্দেহ হলে
- ♦ ক্রমাগত ওয়াসওয়াসা, অস্থির চিন্তা বা খারাপ কুমন্ত্রণা মাথা থেকে সরছে না এমন হলে
- ♦ কোনো স্পষ্ট কারণ ছাড়াই মাথায় ভার, চাপ বা অস্থিরতা অনুভূত হলে
- ♦ অস্বাভাবিকভাবে ভুলে যাওয়া বা মনোযোগ ধরে রাখতে না পারার সমস্যা থাকলে
- ♦ ঘরোয়াভাবে নিয়মিত প্রতিরোধমূলক রুকইয়াহ রুটিন চালিয়ে যেতে চাইলে

জরুরি নোট: উপরের লক্ষণগুলোর অধিকাংশেরই সাধারণ শারীরিক বা মানসিক কারণ থাকতে পারে। তাই আগে প্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও চিকিৎসা নিন। রুকইয়াহ চিকিৎসার সমান্তরালে চলবে, বিকল্প হিসেবে নয়। কোনো লক্ষণ মিললেই নিশ্চিতভাবে সিহর বা জিনের আসর ধরে নেওয়া ঠিক নয়।

শুরু করার দোয়া

অযু করে কিবলামুখী হয়ে বসুন। নিয়ত করুন — আল্লাহর কালাম দিয়ে আল্লাহর কাছেই আরোগ্য চাইছি।

بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّيِّعُ
الْعَلِيمُ

আল্লাহর নামে শুরু করছি, যার নামের সাথে আসমান ও যমীনের কোনো কিছুই ক্ষতি করতে পারে না; তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

পাঠসংখ্যা: ৩ বার

সকাল-সন্ধ্যা এই দোয়া পাঠকারীকে কোনো কিছু আকস্মিক ক্ষতি করতে পারে না। (তিরমিযী ৩৩৮৮)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে।

পাঠসংখ্যা: ১৯ বার

রুকইয়াহ শুরুর আগে মনোযোগ ও নিয়ত স্থির করে পড়ুন।

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ

আমি আল্লাহর পরিপূর্ণ কালিমাসমূহের আশ্রয় নিচ্ছি তাঁর সৃষ্টির সকল অনিষ্ট থেকে।

পাঠসংখ্যা: ৩ বার

(মুসলিম ২৭০৮)

মাথার জাদু ও শয়তানি ওয়াসওয়াসা ধ্বংসের যিকর

নিচের আয়াতাংশ ও ঘোষণামূলক যিকরটি জোরে, দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে বারবার আউড়ে যান — বিশেষত রাতে ঘুমানোর আগে ও রুকইয়াহ করা পানি/তেল প্রস্তুত করার সময়। এর পাশাপাশি সপ্তাহে অন্তত ১ দিন বিশেষভাবে প্রস্তুত পানিতে গোসল করুন: ১ লিটার রুকইয়াহ করা পানিতে সামান্য লবণ, ১০-১৫ চামচ গোলাপজল, ২-৩ চামচ রুকইয়াহ করা অলিভ অয়েল এবং বেটে নেওয়া কয়েকটি সিদর পাতা মিশিয়ে মাথার উপর থেকে আস্তে আস্তে ঢেলে পুরো শরীর ম্যাসাজ করে নিন, পরে স্বাভাবিক পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলুন।

১

সূরা আল-ফুরকান : ৩৬

فَقُلْنَا اٰذْهَبَا۟ اِلَى الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِآٰتِيْنَا۟ فَدَمَّرْنٰهُمْ تَذْمِيْرًا ۝۳۶

অতঃপর আমি বলেছি, তোমরা সেই সম্প্রদায়ের কাছে যাও, যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা অভিহিত করেছে। অতঃপর আমি তাদেরকে সমূলে ধ্বংস করে দিয়েছি।

পাঠসংখ্যা: ইচ্ছেমতো বারবার

নিয়ত: আল্লাহর কাছে সিহর ও শয়তানি শক্তি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসের দোয়া

বিশেষ দোয়া — মাথার জাদু ও ওয়াসওয়াসা ধ্বংসের রুকইয়াহ

এই দোয়াগুলো এই সমস্যার জন্য নির্দিষ্ট করে সাজানো। আয়াত পাঠ শেষে পড়ুন।

اللَّهُمَّ احْرِقْ كُلَّ سِحْرٍ عَلَى رَأْسِي

হে আল্লাহ! আমার মাথায় থাকা সমস্ত জাদু জ্বালিয়ে দিন।

পাঠসংখ্যা: ৭ বার

بِسْمِ اللَّهِ يُبْطَلُ كُلُّ تَسْلُطٍ عَلَى رَأْسِي

আল্লাহর নামে — আমার মাথায় সমস্ত আধিপত্য বাতিল করা হলো।

পাঠসংখ্যা: ৭ বার

اللَّهُمَّ بِقُوَّتِكَ وَقُدْرَتِكَ فَكِّ كُلَّ عُقْدَةٍ عُقِدَتْ عَلَى رَأْسِي

হে আল্লাহ! আপনার শক্তি ও ক্ষমতা দিয়ে আমার মাথায় বাঁধা প্রতিটি গিঁট খুলে দিন।

পাঠসংখ্যা: ৭ বার

يُقْتَلُ مَنْ سَكَنَ الْعُقُولَ، يُقْتَلُ مَنْ سَكَنَ الرَّأْسَ، يُقْتَلُ شَيْطَانٌ فِي الدِّمَاغِ، يُقْتَلُ

مَا رِدُّ فِي الدِّمَاغِ

যে মস্তিষ্কে বাসা বেঁধেছে তাকে হত্যা করা হোক, যে মাথায় বাসা বেঁধেছে তাকে হত্যা করা হোক, মস্তিষ্কের শয়তানকে হত্যা করা হোক, মস্তিষ্কের অবাধ্য (বিদ্রোহী জিন)-কে হত্যা করা হোক।

পাঠসংখ্যা: বারবার পুনরাবৃত্তি

اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بَيْنَ سَكَنِ الرَّأْسِ وَأَوْجَعَ الرَّأْسِ وَأَذَى الرَّأْسِ وَعَقَدَ فِي الرَّأْسِ

হে আল্লাহ, যে মাথায় বাসা বেঁধেছে, মাথায় যন্ত্রণা সৃষ্টি করেছে, মাথায় কষ্ট দিয়েছে এবং মাথায় গিঁট দিয়েছে, তার প্রতি তুমি ব্যবস্থা নাও।

পাঠসংখ্যা: বারবার পুনরাবৃত্তি

يُبْطَلُ سِحْرُ فِي الدِّمَاغِ، اللَّهُمَّ دَمِّرِ الْمَرَدَّةَ فِي الدِّمَاغِ وَالْعُقُولِ

মস্তিষ্কের জাদু বাতিল করা হোক। হে আল্লাহ, রক্তে ও মস্তিষ্কে অবস্থানরত বিদ্রোহী জিনদের ধ্বংস কর।

পাঠসংখ্যা: প্রয়োজন অনুযায়ী বারবার

بِسْمِ اللَّهِ يُحْرَقُ وَيُعَذَّبُ وَيُصَعَّقُ، بِاسْمِ اللَّهِ يُحْرَقُ شَيْطَانٌ فِي الدِّمَاغِ

আল্লাহর নামে তাকে পুড়িয়ে দেওয়া হোক, শাস্তি দেওয়া হোক ও বজ্রাহত করা হোক। আল্লাহর নামে মস্তিষ্কের শয়তানকে পুড়িয়ে দেওয়া হোক।

পাঠসংখ্যা: বারবার পুনরাবৃত্তি

يُقْتَلُ شَيْطَانٌ فِي الدِّمَاغِ، يَتَسَبَّبُ فِي الْوَسَاوِسِ وَيَجْعَلُ النَّسْيَانَ، وَسُوسَةً
بِالْإِنْتِحَارِ وَبِالْمَوْتِ فِي الرَّأْسِ، وَسُوسَةً بِالْبَلَادَةِ وَسُوسَةً بِالْجُنُونِ فِي الرَّأْسِ

মস্তিষ্কের শয়তান, যে ওয়াসওয়াসার কারণ হয় ও ভুলে যাওয়া সৃষ্টি করে, আত্মহত্যা ও মৃত্যুর ওয়াসওয়াসা দেয়, নিৰ্বুদ্ধিতা ও পাগলামির ওয়াসওয়াসা দেয় — তাকে হত্যা করা হোক।

পাঠসংখ্যা: বারবার পুনরাবৃত্তি উৎসে 'দিমান' বানানটি এভাবেই ছাপা ছিল (সম্ভবত 'দিমাগ'/মস্তিষ্ক বা 'দিমা'/রক্তের মুদ্রণ-ভিন্নতা); ছবছ রাখা হয়েছে, অনুমান করে বদলানো হয়নি।

بِسْمِ اللَّهِ يُعَذَّبُ، يُقْتَلُ كُلُّ وَسْوَاسٍ، يُقْتَلُ كُلُّ خَادِمٍ فِي الرَّأْسِ، يُقْتَلُ كُلُّ مُوَكَّلٍ
وَرَّاصِدٍ وَكُلِّ حَارِسٍ فِي الدِّمَاغِ

আল্লাহর নামে তাকে শাস্তি দেওয়া হোক, প্রত্যেক ওয়াসওয়াসাদাতাকে হত্যা করা হোক, মাথার প্রত্যেক সেবক জিনকে হত্যা করা হোক, প্রত্যেক নিযুক্ত, পর্যবেক্ষণকারী এবং মস্তিষ্কের প্রত্যেক প্রহরী জিনকে হত্যা করা হোক।

পাঠসংখ্যা: বারবার পুনরাবৃত্তি

تَذْمِيرًا، تَذْمِيرًا، دَمَّرْنَاهُمْ فِي الْعُقُولِ

ধ্বংস, সম্পূর্ণ ধ্বংস — আমরা তাদেরকে মস্তিষ্কেই ধ্বংস করে দিয়েছি।

পাঠসংখ্যা: বারবার পুনরাবৃত্তি

সমাপ্তির সূরা ও দোয়া

প্রতিটি সেশন এভাবে শেষ করুন। শেষে পানিতে ফুঁ দিয়ে পান করুন।

১

সূরা আল-ইখলাস : ১-৪

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ① اللَّهُ الصَّمَدُ ② لَمْ

يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ③ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ④

বলুন, তিনি আল্লাহ, এক, আল্লাহ অমুখাপেক্ষী, তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং কেউ তাকে জন্ম দেয়নি এবং তার সমতুল্য কেউ নেই।

পাঠসংখ্যা: ৩ বার

নিয়ত: তাওহীদের ঘোষণা দিয়ে হৃদয় দৃঢ় করা

২

সূরা আল-ফালাক : ১-৫

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ① مِنْ شَرِّ مَا

خَلَقَ ② وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ③ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثِ فِي

الْعُقَدِ ④ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ⑤

বলুন, আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি প্রভাতের পালনকর্তার, তিনি যা সৃষ্টি করেছেন, তার অনিষ্ট থেকে, অন্ধকার রাত্রির অনিষ্ট থেকে, যখন তা সমাগত হয়, গ্রস্থিতে ফুঁৎকার দিয়ে জাদুকারিীদের অনিষ্ট থেকে এবং হিংসুকের অনিষ্ট থেকে যখন সে হিংসা করে।

পাঠসংখ্যা: ৭ বার

নিয়ত: জাদু, হাসাদ ও রাতের অনিষ্ট থেকে আশ্রয়

৩

সূরা আন-নাস : ১-৬

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ① مَلِكِ

النَّاسِ ② إِلَهِ النَّاسِ ③ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ④ الَّذِي

يُوسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ ⑤ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ⑥

বলুন, আমি আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি মানুষের পালনকর্তার, মানুষের অধিপতির, মানুষের মা'বুদের তার অনিষ্ট থেকে, যে কুমন্ত্রণা দেয় ও আত্মগোপন করে, যে কুমন্ত্রণা দেয় মানুষের অন্তরে জ্বিনের মধ্য থেকে অথবা মানুষের মধ্য থেকে।

পাঠসংখ্যা: ৭ বার

নিয়ত: মানুষ ও জিনের ওয়াসওয়াসা থেকে আশ্রয়

أُعِذُّكَ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ

আমি তোমাকে আল্লাহর পরিপূর্ণ কালিমাসমূহের আশ্রয়ে সোপর্দ করছি — প্রত্যেক শয়তান, বিষাক্ত প্রাণী এবং প্রত্যেক ক্ষতিকর বদনজর থেকে।

পাঠসংখ্যা: ৩ বার

নবীজি ﷺ হাসান ও হুসাইন রাযিয়াল্লাহু আনহুমা কে এই দোয়া পড়ে ঝাড়তেন। (বুখারী ৩৩৭১)

بِسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ عَيْنٍ حَاسِدٍ اللَّهُ

يَشْفِيكَ بِسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ

আল্লাহর নামে আমি তোমাকে ঝাড়ছি — এমন প্রতিটি জিনিস থেকে যা তোমাকে কষ্ট দেয়, প্রত্যেক প্রাণ ও হিংসুকের চোখের অনিষ্ট থেকে। আল্লাহ তোমাকে আরোগ্য দান করুন। আল্লাহর নামে আমি তোমাকে ঝাড়ছি।

পাঠসংখ্যা: ৩ বার

জিবরীল আলাইহিস সালাম নবীজি ﷺ-কে এভাবে রুকইয়াহ করেছিলেন। (মুসলিম ২১৮৬)

اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ أَذْهِبِ الْبَأْسَ اشْفِ أَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ شِفَاءً لَا

يُغَادِرُ سَقَمًا

হে আল্লাহ, মানুষের প্রতিপালক! কষ্ট দূর করে দিন, আরোগ্য দান করুন। আপনিই আরোগ্যদাতা, আপনার আরোগ্য ছাড়া কোনো আরোগ্য নেই — এমন আরোগ্য যা কোনো রোগ অবশিষ্ট রাখে না।

পাঠসংখ্যা: ৭ বার

(বুখারী ৫৭৪৩)

📌 সেলফ রুকইয়াহ গাইডলাইন

ধারাবাহিকতাই মূল কথা। প্রতিদিন অল্প, কিন্তু নিয়মিত।

পদ্ধতি — ধাপে ধাপে

- ১ অয়ু করে কিবলামুখী হয়ে নিরিবিলি বসুন। মোবাইল দূরে রাখুন।
- ২ নিয়ত করুন — আল্লাহর কালাম দিয়ে আল্লাহর কাছে আরোগ্য চাইছি, কালামের নিজের কোনো শক্তি নেই, শক্তি আল্লাহর।

- 3 শুরু দোয়াগুলো পড়ুন (অধ্যায় ১)।
- 4 এরপর আয়াতগুলো ক্রমানুসারে পড়ুন। পড়ার সময় দুই হাতের তালুতে ফুঁ দিয়ে সমস্যার জায়গায় হাত বুলান।
- 5 প্রতিটি আয়াতের নিচে দেওয়া নির্দেশনা বক্সে যতবার বলা আছে ততবার পড়ুন — কম-বেশি করার দরকার নেই।
- 6 মাঝে বাংলায় নিজের ভাষায় ১৫ মিনিট মন খুলে দোয়া করুন। কান্না আসলে আটকাবেন না।
- 7 শেষে সমাপ্তির সূরা ও দোয়াগুলো পড়ে পানিতে ফুঁ দিন।
- 8 প্রতিদিন কমপক্ষে ৪০ দিন চালিয়ে যান। মাঝে বাদ পড়লে হতাশ না হয়ে আবার শুরু করুন।

দৈনিক সময়সূচি

সকাল	ফজরের পর — আয়াত পাঠ ১৫ মিনিট
সন্ধ্যা	মাগরিবের পর — আয়াত পাঠ ১৫ মিনিট
রাত	ঘুমানোর আগে — সমাপ্তির সূরা ও দোয়া, পড়া পানি পান
সাপ্তাহিক	সপ্তাহে একদিন রুকইয়াহ গোসল

বাংলায় নিজের দোয়া (১৫ মিনিট)

আয়াত পাঠের মাঝে বা শেষে নিজের ভাষায় আল্লাহর কাছে চান। নিচেরটি একটি নমুনা — ছব্বছ এটাই পড়তে হবে এমন নয়, নিজের কথায় বলুন।

হে আল্লাহ, আমার মাথা ও মস্তিষ্কে থাকা প্রতিটি জাদু, ওয়াসওয়াসা এবং শয়তানি প্রভাব সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দিন।
আমার চিন্তা, স্মৃতি ও অন্তরকে প্রশান্তি ও সুস্থতা দিয়ে ভরিয়ে দিন।

পড়া তেল ম্যাসাজের স্থান

মাথার জাদু ও ওয়াসওয়াসা ধ্বংসের রুকইয়াহ-এর ক্ষেত্রে ফোকাস: মাথার তালু, কপাল, ঘাড় এবং শরীরের যেসব স্থানে ব্যথা বা জ্বালাপোড়া অনুভূত হয়

সাপ্লিমেন্ট ও সাপ্তাহিক আমল

পড়া পানি	এক বোতল পানিতে রুকইয়াহর আয়াতগুলো পড়ে ফুঁ দিন। দিনে ৩ বার — সকালে খালি পেটে, দুপুরে, রাতে ঘুমানোর আগে পান করুন।
পড়া মধু	খাঁটি মধুতে ফুঁ দিয়ে প্রতিদিন সকালে এক চামচ। সূরা নাহল ৬৯ নং আয়াত পড়ে ফুঁ দিলে ভালো।
পড়া অলিভ অয়েল	জয়তুন তেলে আয়াত পড়ে ফুঁ দিয়ে আক্রান্ত জায়গায় ম্যাসাজ করুন। রাতে ঘুমানোর আগে সবচেয়ে ভালো।
কালোজিরা	প্রতিদিন সকালে ৭টি কালোজিরা পড়া মধুর সাথে। নবীজি ﷺ বলেছেন কালোজিরায় মৃত্যু ছাড়া সব রোগের নিরাময় আছে। (বুখারী ৫৬৮৮)
রুকইয়াহ গোসল	বালতি পানিতে আয়াত পড়ে ফুঁ দিন, সাথে সাত পাতা বরই পাতা বাটা মিশিয়ে নিতে পারেন। মাথা থেকে ঢেলে গোসল করুন — সপ্তাহে একদিন।
ঘরে স্প্রে	পড়া পানি স্প্রে বোতলে নিয়ে ঘরের কোণা, দরজা-জানালা, বিছানার নিচে ছিটিয়ে দিন।

দৈনিক আমল

রুকইয়াহর পাশাপাশি এই আমলগুলোই দীর্ঘমেয়াদি হিফাজত দেয়।

ফজরের পর	সূরা ইয়াসীন ১ বার
সকাল-সন্ধ্যা	হিসনুল মুসলিমের সকাল-সন্ধ্যার যিকির নিয়মিত
আসরের পর	সূরা ওয়াকিয়াহ ১ বার
রাতে	সূরা ক্বফ ৩ বার, সূরা মুলক ১ বার
ঘুমানোর আগে	আয়াতুল কুরসী ১ বার, সূরা বাকারার শেষ দুই আয়াত, তিন কুল ৩ বার করে হাতে ফুঁ দিয়ে সারা শরীরে বুলানো
প্রতিদিন	সাধ্যমতো সাদাকাহ — অল্প হলেও প্রতিদিন। সাদাকাহ বালা দূর করে।
প্রতিদিন	ফরজ নামাজ জামাতে, ইস্তিগফার ১০০ বার, দরুদ ১০০ বার

সেবা ও হাদিয়া:

- মাসিক রুকইয়াহ — ১২টি সেশন + ডায়াগনোসিস। হাদিয়া ৮০০ টাকা।
- সেলফ রুকইয়াহ গাইডলাইন — শুধু নিজের জন্য আলাদা গাইডলাইন। হাদিয়া ৩০০ টাকা।

নিজের সমস্যা কী — বদনজর, হাসাদ, সিহর নাকি অন্য কিছু — বুঝতে না পারলে মেসেজে লিখুন **Diagnosis**। নিতে চাইলে মেসেজ করুন।

রুকইয়াহ একটি শরয়ী চিকিৎসা পদ্ধতি, প্রয়োজনীয় চিকিৎসার বিকল্প নয়।

রাকী ফয়সাল আহমেদ সাবিত ♦ Raqi Faisal Ahmed Sabit

আল কুরআন রুকইয়াহ হিলিং সেন্টার — Al Quranic Ruqyah Healing Center

Page: Raqi Faisal Ahmed Sabit | Telegram: Raqi Faisal Ahmed Sabit (Official)